বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয়- "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রকৃতিচেতনা ও সমাজভাবনা"

গবেষণাধর্মী প্রকল্প

বিভাগ- বি.এ. জেনারেল

পেপার - **SEC-4**

নাম- সারদা মাইতি

শ্রেণী- তৃতীয় বর্ষ (ষষ্ঠ সেমিষ্টার)

রোল নং- ১২১৬১১৬-২০১১০২

রেজিঃ নং- ১১৬০৩৩০ সাল- ২০২০-২১

শিক্ষাবর্ষ- ২০২০-২০২৩

Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGGr/P/2022-2023/01 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that .... **Sarada Maity**................................

with University Registration no…**1160330** of 2020-2021(session) a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled .....**Rabindranath Thakurer Chotogalpe Prakitichatona O Samajbhabna**...

for partial fulfillment of B.A.(General) degree in the academic year 2022-2023.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish her every success in life.

21-07-2023

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

26/07/2023

Head, Department of Bengali

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

" থাকবো নাকো বদ্ধঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে।"

পৃথিবীকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে আমি ষষ্ঠ সেমিস্টার বিভাগের সাহিত্যের SEC-4 পেপারের জন্য "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি চেতনাও সমাজ ভাবনা" প্রকল্পটি নির্ধারন করি, এই প্রকল্পটি নির্ধারনের ক্ষেত্রে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক/অধ্যাপিকা অমিত পাত্র মহাশয় সহ বিভাগীয় প্রধান এবং সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাগন আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ওনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ,

এছাড়াও আমার সহপাঠীগন আমাকে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছে, ওদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ,

পরিশেষে বলা যায় যে আমার এই প্রকল্প মূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও কাজে আসে, তবে এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হব,

সূচিপাত্র

পাঠ্যসূচি	পৃষ্ঠা নং
১. ভূমিকা	০২
২. লেখক পরিচিতি	03 - 04
৩. প্রকৃতি চেতনা	05
৪. সমাজ ভাবনা	06
5. দেনা পাওনা গল্পের সমাজচেতনা	07 - 09
6. পোস্টমাস্টার গল্পে প্রকৃতি চেতনার দিক	10
7. পোস্টমাস্টার গল্পে সমাজ চেতনার দিক	11
8. ছুটি গল্পের প্রকৃতি চেতনা	12
9. একরাত্রি গল্পের প্রকৃতি চেতনা	13 - 16
10. কাবুলীওয়ালা গল্পের সমাজ ভাবনা	17 - 19
11. উপসংহার	20
12. সহায়ক গ্রন্থ	21

ভূমিকা

"বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি"

কিছু জানার আগ্রহ ও নেশা নিয়ে এবং ষষ্ঠ-ষান্মাসিক বিভাগের প্রকল্পের তাগিদে বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী ও বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছোটগল্পে প্রকৃতি চেতনা ও সমাজ ভাবনা' বিষয়টাকে বেছে নিয়েছি।

প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ তা কেবল আকারগত নয় অনেকটাই প্রকৃতিগত, বঙ্গ সাহিত্যে ছোটগল্প এর মূল্য অনেক বেশি। এ বিষয়ে পুরোধা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্পের প্রকৃতি ও গঠনরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন. খুব সুন্দর ভাবে, –

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা   ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি   প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দু-চারটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনা ছটা   ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে   সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির সাহায্যে জীবনের অশ্রুজল তেমন গোপন প্রবাহকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লেখক পরিচিতি

শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র. বিশ্ব কবি হিসাবে তিনি সর্বত্র বন্দিতও,

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (বঙ্গাব্দ ১২৬৮, ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়. তাঁর পিতামহের নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর. বাবাও মায়ের নাম যথাক্রমে – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবী, স্ত্রীর নাম মৃনালিনী দেবী,

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই কবি সাহিত্যিক ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় অনেক ছোটবেলা থেকে লেখালেখি করতেন. 'সন্ধ্যাসংগীত', 'মানসী', 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'বলাকা', 'গীতাঞ্জলি', প্রভৃতি, কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি লিখে গিয়েছেন গোরা, ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ চোখের বালি (উপন্যাস), শ্যামা, রক্ত-করবী, ডাকঘর, বিসর্জন (নাটক) ছিন্নপত্র শিক্ষা কালান্তর (প্রবন্ধ) প্রভৃতি গ্রন্থ. তাঁর লেখা গল্পগুচ্ছ-এর গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,

১৯১৩ সালে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত গীতাঞ্জলি, কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি,

তাঁর সংগীতের জাদুতে মুগ্ধ বহু মানুষই। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সৃষ্টি।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ২২ শ্রাবণ) এই বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

প্রকৃতি চেতনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি প্রেম ছিল গভীর, তার জন্য প্রশস্ত আকাশ খোলা প্রশস্ততা এবং গ্রাম অংশের প্রশান্তি ছিল স্বাধীনতার বিপরীত। তার প্রকৃতির চিত্রগুলি উদ্দীপক, এবং আকাঙ্ক্ষার অনুভূমিতে ভরা, প্রায়শই একটি ধারনার পুরানো বছরের গাছগুলিকে চিত্রিত করেছে যেমন কেজি সুব্রমন্যন (একজন বিশিষ্ট সমসাময়িক স্রষ্টি, ১৯২৪ সালের জন্ম, শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন এবং শিখিয়ে বর্ণনা করেছেন), হ্যাচিং এবং স্কুইগলেস টেক্সচারযুক্ত ফিলিগ্রি সহ বনভূমি, অথবা রক্তের মতো সূর্যাস্তের বিপরীতে সিলুয়েট করা অন্ধকার এবং নোংরা গাছ, শান্তিনিকেতনের আশেপাশের বিনাস পাকিস্থান বনভূমি, যেখানে ঠাকুর রাজান এবং একটি স্কুলও ব্যবস্থা পাকের ছিল তাঁর অনুষ্ঠান। শান্তিনিকেতনে ক্লাস করা হবে।

সত্য যে ঠাকুর তার ছবিগুলিকে শিরোনা তৈরি করতে যেতে পারে তাও ছিল স্বাধীন একটি অভিব্যাক্তি, এগুলি ছিল খোলামেলা এবং আখ্যান মুক্তি, দর্শককে তার ব্যাখ্যা করতে দেয়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির মতো তাঁর চিত্রকর্মও স্বাধীন অভিব্যাক্তি, যা শব্দের আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

সমাজ ভাবনা

বাঙালীর সামাজিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য, বাংলা ও বাঙালীর সমাজ-সংস্কার থেকে শুরু করে প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনা এক অবিচ্ছিন্ন সুতায় গাঁথা, খ্যাতি কিংবা বিচ্ছিন্ন রবীন্দ্রনাথ পুরো বাঙালীর সত্যি-কারের দিশারী হতে পারে না, আমাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের গভীর চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের জীবনাচরণে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে, শুধু তাই নয়, জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, সাহস আর উদ্দীপনায় নিজের অবস্থান বিশ্ব দরবারে সুনিশ্চিত করার শক্তি খুঁজে পাব, ঈশ্বর প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কখনও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা কিংবা সঙ্কীর্ণতার নগ্ন বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলেন না, তার কাছে মানুষই ছিল সব থেকে বড় সত্য, তাই মানুষ আর মনুষ্যত্বের অপমান তাকে বার বার মর্মাহত করেছে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার শক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের মধ্যেই ভারতের কল্যাণ শক্তি নিহিত আছে,

দেনা পাওনা গল্পের সমাজ চেতনা

'দেনাপাওনা' গল্পে সমাজচেতন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সমাজব্যবস্থার পনপ্রথারূপ গুরুতর ত্রুটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন, কন্যাদায়গ্রস্ত, দরিদ্র পিতা, প্রতিশ্রুত, বরপন প্রদানে অক্ষম হলে কিভাবে তিনি অর্থলোভী বরপক্ষের নির্মম পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদহীন শিকার হন ও অসহায় নববধূ, দবিসহ মানবযন্ত্রনায় কিভাবে সংগোপন তিলে তিলে আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়, তারই নিয়ত বাস্তব একটি চিত্র গল্পকার আলোচ্য গল্পে উপস্থাপিত করেছেন,

রামসুন্দর মিত্র বড় আদরের কন্যা নিরুপমার বিবাহ দেন বুনেদী সম্পদশালী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে, বরপক্ষের চাহিদা ছিল দশ হাজার টাকা নগদ এবং তদপযুক্ত অনান্য দান-সামগ্রী, রামসুন্দর বহুকষ্টে বিষয় আশায় বাঁধা দিয়ে, বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজার ছয়-সাত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হল না, বিবাহের দিন এসে গেলো, অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে যথাসময়ে সেই সুদখোর দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাক্তিটি টাকা নিয়ে হাজির হলো না, অথচ টাকা না হলে শুভ-বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না, শত অনুরোধ উপরোধেও রায়বাহাদুর শুভকার্যের সম্মতি দিলেন না,

বর আজকালকার ছেলে, সহসা পিতার অবাধ্য হয়ে ঘোষনা করল, কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব, অতঃপর বিবাহ সম্পন্ন হল, নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে এক-

রকম নির্বাসিত হল। বাপ পুরো দাম দিতে পারেননি সুতরাং কন্যা শ্বশুর বাড়িতে পুরে যত্ন পাবে কেন? শাশুড়ীর এই যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে নিরুপমা দিন কাটিতে লাগল।

রামসুন্দর বাড়ী বিক্রি করে পনের টাকা দেবার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু তিন বিবাহিত পুত্রের আপত্তিতে তা সম্ভব হলো না। শেষে নানা স্থান থেকে বিস্তর সুদে অল্প করে সংগ্রহীত তিন হাজার টাকা নিয়ে কন্যাদায়গ্রস্থ অপরাধী পিতা বেহাই রায়বাহাদুরকে দিতে গেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর পিশাচ রায়বাহাদুর অট্টহাস্য টাকাটা নিতে অসম্মতি জানালেন কারন টাকাটা বর-পনের সমস্ত বকেয়া টাকা ছিল না। রায়বাহাদুর এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন — যেন সামান্য কারনে হাত দগ্ধ করতে চান না। মর্মাহত রামসুন্দর সবিনয়ে মৃদু-স্বরে নিরুকে তাঁর বাড়ীতে পাঠানো প্রস্তাব রাখলেন, কিন্তু তাতেও রায়বাহাদুর নারাজ। অতঃপর কন্যার উপর পিতার দাবি ত্যাগ করে রামসুন্দর বাড়ি ফিরলেন।

আশ্বিন মাস। পুজোর সময়। রামসুন্দর বাড়িঘর বিক্রি করে পনের বকেয়া সমূহ টাকা নিয়ে রায়বাহাদুরের বাড়ি উপস্থিত হলেন নিরুপমাকে আনবার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন দুই ছেলে সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, বাবা, আমাদের তবে এমন পথে বসালে। নাতি দুটি হাঁটু জড়িয়ে গাড়ি দেওয়ার জিদ ধরলো। রামসুন্দর নতশির। নিরুপমা সবই বুঝলো, তাই সে সোচ্চারে প্রতিবাদ করে বলল :- আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষন টাকা আছে ততক্ষন আমার দাম! সুতরাং নিরু এভাবে, এ সতে এ অবস্থায় শ্বশুর বাড়ি থেকে পিত্রালয়ে যেতে রাজি নয়। রামসুন্দর আবার চোরের মত বিদায় নিলেন।

নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক নিরপমা কেবল গরিব পিতার কন্যা হওয়ার অপরাধে প্রাকৃতিক নিয়মে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলো না, সামাজিক পনপ্রথার নিষ্ঠুর নিষ্পেষনে অকালে ঝরে পড়লো. ক্রমোন্নত আধুনিক সভ্যতার পাদপীঠে আজও দুষ্ট গ্রহনরূপ সামাজিক পনপ্রথার নিদয় কবলে আলোচ্য গল্পে নিরুপমার মতো কত নিরুপেমাই যে তিলে তিলে আত্মবলি দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই, নিষ্ঠুর নির্মম সমাজপতিরা, সমাজের ধারকবাহকেরা সভ্যতার আর অভিজাতের নির্লজ্জ বড়াই করেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথে নিরুপমাদের রক্ষা করার অনুকূলে সামান্যতম ক্ষুদ্রপ্রয়াসের ক্ষেত্রেও তাঁরা নীরব নিশ্চল — এটাই আধুনিক মানবসমাজের মানবতাবোধশূন্য প্রতিকারহীন ত্রুটি।

পোস্টমাস্টার গল্পে প্রকৃতি চেতনার দিক —

সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায় — কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখা-পল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে এক প্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরনীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়-বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুনস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না — সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃন চিক্কন তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘ-স্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল, পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাটা। এরূপ. কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোট পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্ট মাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার গল্পে সমাজ চেতনার দিক —

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকায় ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন — একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুন মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যাথা প্রকাশ করিতে লাগিল, একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুতি সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে — এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে দিয়াছে — এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী, পৃথিবীতে কে কাহার।

রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না, সে সেই পোস্ট আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বোধ করি তাহার মনে ক্ষীন আশা জাগিতেছিল, দাদবাবু যদি ফিরিয়া আসে- সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না, হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি-পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ছুটি গল্পের প্রকৃতি চেতনা

ছুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত একটি ছোটগল্প. এটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে রচিত. এটি ১৮৯২ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়.

ফটিক নামে প্রকৃতি লালিত এক বালক এক বালক স্বধর্মচ্যুত হয়ে নাগরিক পরিবেশে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে. সেখানকার প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রীতি-হীন পরিবেশ তাকে অস্থির করে তোলে, সে সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না.

অবশেষে এক বর্ষাস্নাত দিনে জ্বরা ক্লান্ত শরীরে বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে পড়ে. প্রচন্ড জ্বর বিকার গ্রস্ত অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আনে. সে মামার কাছে বাড়ি যাবার বায়না ধরলে তিনি জানেন পূজার ছুটিতে বাড়ি যাবেন. বিকারের ঘোরে সে কথা বলতে থাকে. মা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে সে বলে, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি." এ ছুটি চিরকালের ছুটিতে পরিনত হয়.

একরাত্রি গল্পের প্রকৃতিচেতনা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বাস্তবজীবনও প্রকৃতিলোকের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিবৃত হয়েছে একথা বার বার মনে করিয়ে দেয়. ঘটনা বিন্যাস বা চরিত্র নির্মিতির নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিময় মানব জীবনের সুখ-দুঃখের ইঙ্গিতে গল্পগুলির অন্যতম প্রানসত্তা বলে আবিষ্কৃত হতে পারে. সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গল্পগুলির প্রকৃতি বিচার করে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন, — "গল্পে চরিত্র বিন্যাস ও ঘটনা সমাবেশ একদিকে চলছে বাস্তব নিষ্ঠার পথ ধরে, কাহিনিটুকু বলা হচ্ছে খুবই স্পর্শ করে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থিত মুহূর্তের সুখ-দুঃখগুলি গভীর-ভাবে আঘাত করছে পাঠকের মনে. আবার সেই সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ত্রিকালের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখবার একটি ইঙ্গিতও লেখক দিয়ে যাচ্ছেন."

সাধারনভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি-কে অনন্য সাধারন বৈশিষ্ট্য সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়. রচনারীতি এবং গঠন বিন্যাসের সূত্রে গল্পগুলির কাহিনি ও চরিত্র বিন্যাস সব এই নতুন অনুভবে আস্বাদনবাহী হয়ে উঠেছে. তাই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের প্রতি আলোকপাত করে লিখলেন — "গল্পগুচ্ছের রচনারীতি সরল ও সুমিত, কোথাও জমকালো নয়, কোথাও চড়ে না চমক

লাগাবার ইচ্ছা নেই, লেখকের গলা কোথাও এক গল্পে বিশেষ কোনো অংশে বিশেষভাবে জোর দেবার আবির্ভূত হয়ে মন্তব্য করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ— এরকম মন্তব্য যেখানে আছে গল্পটি নায়ক কিংবা নায়িকার নিজের মুখের বলা." গঠন বিন্যাসের চারুত্ব ও পরিপাট্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ নজর দিয়েছিলেন দেখা যায়. নিটোল গল্পের বয়ন বিন্যাসে তাঁর গল্পগুলি সুচারু শিল্পিত চেতনার এম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত.

'একরাত্রি' গল্পের গঠন বিন্যাসের কয়েকটি স্পষ্ট পর্ব চিহ্নিত হতে পারে. প্রথম পর্বে পাঠশালায় বাল্যজীবন থেকে সুরবালার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্পের প্রারম্ভিক সূচনা. এই পর্বে নায়কের চোখে সুরবালা শুধুই অবহেলার পাত্রী. দ্বিতীয় পর্বে পরিবর্তিত দৃশ্যপটের উন্মোচন. নাজির সেরেস্তা হবার ইচ্ছা নিয়ে বক্তার কলকাতার আগমনও যথা সময়ে উৎসাহের সঙ্গে দেশের জন্য উন্মাদনা প্রকাশ এই পর্বের সারবস্তু তৃতীয় পর্বের সামান্য একটা সংবাদ গল্পের পট পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলে গতি প্রবাহের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে. এখানকার দুটি সংবাদ, প্রথমত পিতার আদেশ সত্ত্বেও সুরবালাকে বিবাহে অসম্মতিও তারই পরিনতি হিসাবে উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবার সংবাদ, বক্তা দেশপ্রেমের মন্ত্রে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে এ সংবাদ শুনেও তাঁর ভাবান্তর হল না.

চতুর্থ পর্বের গল্প কথক নিজের জীবনকে আশা-ভঙ্গকারী উপান্তে এসে দাঁড় করিয়েছে, পিতার মৃত্যুর পর অন্যান্য স্কুলে সেকেন্ড মাস্টাররূপে তাকে অখ্যাত পল্লি জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছে। এখানে একটি সামান্য সংবাদ আছে পাঠকের জন্য। স্কুলের অনতিদূরেই সরকারি উকিল রামলোচনবাবুর গৃহ এবং সেখানে তার স্ত্রী সুর-বালা, যে বাল্যকালে কথকের খেলার সাথি ছিল। এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে বর্ণনা করা যায় না, সংবাদ, সমাজ ও জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে আপাত-দৃষ্টিতে আকস্মিক বলে মনে হয়। 'একরাত্রি' গল্পের গঠন বিন্যাসের আকস্মিকতা এই পর্বে এবং গল্পের শেষ অধ্যায়ে চমৎকার শিল্প প্রকারণের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছে, বক্তার রামলোচনবাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় একটি নারীর কৌতূহলীদৃষ্টি গল্পের ভাববস্তুতে প্রবলভাবে ছায়া পাত করেছে, যাকে প্রথম থেকে অবহেলা করেছে তাকে একবার মাত্র দেখার জন্য কথকের মনে বেদনায় ভরে উঠেছে।

গল্পেরপঞ্চম পর্ব আরও তাৎপর্যপূর্ন এবং কাহিনীর প্রস্তুনার দিক থেকে তীব্র পরিমান মুখী, ঝড় বৃষ্টির প্রলয়ঙ্করী বানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে সুরবালার গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছে এবং বন্যার প্রকোপে পুকুর পাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সুরবালাও সেই অন্ধকার রাত্রিতে একই স্থানে পুকুর পাড়ে এসে উপনীত হয়েছে, বক্তার অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় এই পর্বের অন্তিম

লগ্নে. মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিল সেকেন্ড মাস্টার, তাই সেই রাত্রির বর্ননায় তাঁর যে আনন্দের সুযোগ করেছিল 'একরাত্রি' নামক এক দুর্যোগপূর্ন রাত্রি. তাই এই গল্পের পরিকাঠামোকে বড়ো করে দেখতে প্রকৃতিকে ভালো করে দেখতে হয় এবং এরই মধ্যে এই গল্পের কাহিনী বিন্যাস বা গঠন বিন্যাস সমাপ্তি,

কাবুলীওয়ালা গল্পের সমাজ ভাবনা —

১৮৯২ সালে লেখা 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটি আজও পাঠক সমাজকে নানাভাবে তাড়িত করে. মাতৃত্বের মহিমা, বন্দনা আমরা বিভিন্ন মাত্রিকে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি. কিন্তু পিতৃত্বের এমন চমৎকার মনোমুগ্ধকর অনুভবে সত্যিই বিরল. স্নেহশীল পিতা এবং পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব এমন মানবীয় আবহে পিতার অন্তরনিঃসৃত সম্পদকে পাঠকের মুগ্ধতার জায়গায় নিয়ে যাওয়া. গল্পের প্রধান দুই চরিত্র রহমত এবং মিনি.

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলাপচারিতায় এবং প্রমথনাথ বিশীর লেখায় স্পষ্ট হয় কবির জ্যেষ্ঠ কন্যা বেলার আদলে তৈরি করা হয় মিনিকে. আর লেখক নিজেই রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলার আর প্রয়োজন পড়ে না. তাহলে ভিনদেশী রহমত কিংবা কাবুলীওয়ালা? কার ছবি মাথায় রেখে কবির তৈরি এই চরিত্র?

কবির 'জীবন-স্মৃতি'তে একটি বেদনাদায়ক স্মৃতিময় ঘটনার উল্লেখ আছে. শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে মোমেন মিঞা নামে এক মুসলমান প্রজা ঝাড়-মোছের কাজ করত. প্রতিদিন যথাসময়ে এসে সে তার দায়িত্ব পালন করে যেত. কবির লেখায় আছে মোমেন মিঞার উপস্থিতি তিনি টেরই পেতেন না. কিন্তু একদিন টের পেলেন যেদিন মোমেন আসেনি,

প্রায় অনাচারেক পর সে কুঠিবাড়িতে এসে হাজির উসকো-খুসকো, বিধ্বস্ত চেহরা দেখেই কবি চমকে ওঠেন। সে নিজেই বলা শুরু করল তার দেরিতে আসার কারন। 'হুজুর, আজ সকালে মেয়েটা মারা গেল, তাকে কবর দিয়ে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। এই জন্য সময়মতো আসতে পারিনি। পিতৃত্বের এমন করুন আর্তি রবীন্দ্রনাথকে এতই মুহ্যমান বাক্য, ওই মুহূর্তে মনে হলো যেন সেও পিতা, আমিও পিতা। একই কথার প্রতিধ্বনি কি আমরা কাবুলিওয়ালাতে শুনি না? রহমত যখন তার বুকের ভেতর সযত্নে রাখা মেয়ের হাতের ছাপ লেখকের সামনে মেলে ধরে তখন ঠিক এই কথাটিই গল্পকার বলেছিলেন। মিনির সঙ্গে রহমতের আলাপ এবং সখ্য দুই অসম বয়সী মানুষের স্নেহাতিশয্যের নির্মলবন্ধন। থলের ভেতরে থাকত মিনির জন্য বাদাম, কিসমিস আর সেই সুবাদে মিনির সঙ্গে নিয়মিত বাক্যালাপ এবং দেখাশোনা। দৈনন্দিন জীবনের খুব সাধারন একটি ঘটনা যা কবির শৈল্পিক ছোঁয়ার প্রানবন্ত এবং অনবদ্য হয়ে ওঠে। হৃদয় সম্পর্কের এক চমৎকার উপস্থাপন।

-মিনি রহমতের প্রগাঢ় এবং আন্তরিকতা পাঠকদের মুগ্ধতার জায়গায় নিয়ে যায়। কৌতুকলাপ ও রহমত মিনির সম্পর্কে ভিন্নমাত্রা দেয়। এই সম্পর্কের ছন্দপতন ঘটে যখন রহমত মারামারি করে জেলহাজতে যায়। কয়েক বছর তার সশ্রম কারাদ-হয়। রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করা কাবুলীওয়ালা গ্রামবাংলায় খেটে খাওয়া দিনমুজুরদের ভিন্ন মাত্রার চিত্র। সবচেয়ে

বেশি যা দৃশ্যমান তা হলো অবুঝ, অবোধ মিনি-কাবুলীওয়ালার অসম সম্পর্কের এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক কাহিনীর নিরন্তর গতি পাওয়া. জেল থেকে বের হয়েই রহমত মিনির খোঁজে আসে. আর সেদিনই মিনির বিয়ে. অন্দর মহল থেকে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বধূ সাজে সালঙ্কারা মিনিকে রহমতের সামনে হাজির করা হয়. মুগ্ধ, অপলক নেত্রে রহমত মিনির দিকে তাকিয়ে থাকে. এই কি সেই কয়েক বছর আগের দেখা খুকী মিনি?

এখানেই রবীন্দ্রনাথ গল্পের সাধারন ছেদ সমাপ্তি টানেন. আর এভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের সাধারন ভূমি রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক সুষমায় উর্বর থেকে উর্বরতর হতে থাকে. কবির সৃষ্টি ঐশ্বর্য এবং নান্দনিক দ্যোতনায় গল্পের মানবিক সম্পর্কগুলো যেভাবে দীপ্ত হয় তা যেমন অসাধারন তেমনি তুলনাহীন.

উপসংহার

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠতম শাখা, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্পের বয়স অনেক কম হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর অতুলনীয় সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য ও প্রসার ঘটেছে, লেখক তার মনের ভাব গভীর ব্যঞ্জনার সহযোগে সাহিত্যে রূপ দান করেনছেন, বর্তমান সময়ের প্রায় সব লেখকই বাস্তববাদী ও সমাজ সচেতন, আমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রকৃতি চেতনা ও সমাজ ভাবনা. প্রকল্পটি করেছি, প্রকল্পটি করে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি,

সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, মাইতি বুক হাউস ৮, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০ ০৭৩

২।